দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

NOV. 23 2002

টাঙ্গাইলের ৫টি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

২৫ জন শিক্ষক ১১ বছর পরও প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তুলতে পারছেন না

টাঙ্গাইল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ জেলা হিসাবরক্ষণ অফিস জেলার ৫টি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে দীর্ঘ ১১ বছর যাবৎ তাদের প্রাপ্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ তুলতে দিচ্ছে না। ইতোমধ্যেই প্রাপ্য অর্থবঞ্চিত ৩ জন শিক্ষক মৃত্যুবরণ করেছেন। ৮ জন শিক্ষক দীর্ঘদিন আগে অবসর গ্রহণ করেও নিজেদের জমানো টাকা ফেরত পাননি। ১৯৯১ সালে জেলা হিসাবরক্ষণ অফিসের একজন অডিটরের নেতৃত্বে জাল কাগজের মাধ্যমে প্রায় ১৫ লাখ টাকা আত্মসাতের ঘটনার পর নির্দোষ ওই শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা আটকে দেয়া হয়। প্রাপ্য অর্থ বঞ্চিত শিক্ষকরা সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ উত্তোলনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

জেলা হিসাবরক্ষণ অফিস এবং ভুক্তভোগী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯১ সালের ২২শে নভেম্বর সরকারি করটিয়া সা'দত কলেজের সহকারী অধ্যাপক মৃণাল কান্তি চক্রবর্তী জেলা হিসাবরক্ষণ অফিসে তার প্রভিডেন্ট ফান্ডের অ্যাকাউন্ট স্লিপ তুলতে গেলে দেখতে পান, কে বা কারা তার অ্যাকাউন্টের কয়েক হাজার টাকা জালিয়াতির মাধ্যমে তুলে আত্মসাৎ করেছে। বিষয়টি তিনি উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানান। কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখতে পান, এই শিক্ষক ছাড়া আরও ২৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রভিডেন্ট ফান্ডের প্রায় ১৫ লাখ টাকা জাল কাগজের মাধ্যমে তুলে আত্মসাৎ করা হয়েছে। ঘটনার ব্যাপারে মামলা দায়ের করা হলে পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে জেলা হিসাবরক্ষণ অফিসের অডিটর আবদুল করিম, বিন্দুবাসিনী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের বিলক্লার্ক আবদুস সামাদ ও ক্যাশ পিয়ন ইব্রাহিম মিয়াকে গ্রেফতার করে। তদন্তের পর পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। গত ২০-৯-২০০০ তারিখে বিভাগীয় স্পেশাল জজকোর্টে শুনানির পর দোষীসাব্যস্ত হওয়ায় অভিযুক্ত আবদুল করিম, আবদুস সামাদ ও ইব্রাহিম মিয়াকে ৪ বছর করে কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে ৫ লাখ টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ বছর করে কারাদণ্ডের আদেশ দেন। এ ব্যাপারে বিভাগীয় তদন্তে দোষীসাব্যস্ত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগ টাঙ্গাইলের তৎকালীন জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম ও সুপারিনটেন্ডেন্ট কাজেম উদ্দিনকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন।

ভুক্তভোগী শিক্ষক-শিক্ষিকারা 'সংবাদ' প্রতিনিধিকে জানান, বিভিন্ন তদন্তে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়েছে যে, ঘটনার ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ নির্দোষ। জালিয়াতির মাধ্যমে তাদের জমানো প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। তবু দীর্ঘ ১১ বছর যাবৎ তাদের প্রাপ্য অর্থ তুলতে দেয়া হচ্ছে না। ইতোমধ্যেই এ ঘটনার ভুক্তভোগী বিন্দুবাসিনী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মজিবর রহমান, আবদুস সাত্তার খান এবং বিন্দুবাসিনী সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক অনিল চন্দ্র সরকার প্রাপ্য অর্থ না পেয়েই মৃত্যুবরণ করেছেন। বিন্দুবাসিনী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক বয়মান আলি তালুকদার, নারায়ণ চন্দ্র সাহা, নূরউদ্দিন জাহাঙ্গীর, সুধীর কুমার চক্রবর্তী, মতিয়ার রহমান, বিন্দুবাসিনী সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা অঞ্জলী অধিকারী ও ফেরদৌস মহল খান এবং পিটিআই-এর ইনস্ট্রাক্টর রোকেয়া খান দীর্ঘদিন যাবৎ অবসর নিয়েও প্রভিডেন্ট ফান্ডের প্রাপ্য অর্থ পাননি।